দৈনিক জনকণ্ঠ
নীতির প্রশ্নে আপোসহীন
তারিখঃ ০৪-০৫-২০২৩ (পৃঃ ১৩)

কৃষকরাই এখন উদ্ভাবন করছেন নতুন জাতের ধান

স্টাফ রিপোর্টার, খুলনা অফিস ॥ খুলনাতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষকরা মিলনমেলার মাধ্যমে তাদের উদ্ভাবিত নতুন জাতের ধানের নানা পরিক্রমা তুলে ধরছেন। বুধবার দুপুরে খুলনা মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার সম্মেলন কক্ষে ধানের নতুন জাত উদ্ভাবনের গল্প বিষয়ক অনুষ্ঠানে নেত্রকোনার ব্রিডার কৃষক নয়ন মিয়া ও সৈয়দ আহম্মেদ খান বাচ্চু, মানিকগঞ্জের মনোয়ার হোসাইন, রংপুরের আদিবাসী কৃষক মালতী মিনজি, ময়মনসিংহের আব্দুল বারী, সাতক্ষীরার শেখ সিরাজুল ইসলাম ও দিলীপ তরফদার, রাজশাহীর নূর মোহাম্মদ এবং খুলনার আরুনি সরকার তাদের এলাকা উপযোগী ধানের নতুন জাত এবং ওই সকল জাত উদ্ভাবনের অভিজ্ঞতার তথ্য তুলে ধরেন বিশিষ্ট জনদের সামনে। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা লোকজের আয়োজন এবং মিজরিও-জার্মানি র সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত কর্মসূচিটিতে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি সাংবাদিক ও গবেষক গৌরাঙ্গ নন্দী। সংস্থার নির্বাহী পরিচালক দেবপ্রসাদ সরকারের স্বাগত বক্তব্য এবং কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট সাবেক অধ্যক্ষ ড. এস এম ফেরদৌসের তথ্য উপাত্ত উপস্থাপন করেন।

খুলনায় প্রান্তিক কৃষকের গল্প

এরপর ব্রিডার কৃষকদের অভিজ্ঞতার উপর প্রতিক্রিয়া দেন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় এগ্রোটেকনোলজি ডিসিপ্লিনের প্রফেসর ড. মরিরুল ইসলাম রিপন, প্রফেসর ড. মো. রায়হান আলী, প্রফেসর ড. মো. রেজাউল ইসলাম, প্রফেসর ড. সাঈদা রেহেনা, ডিএই অতিরিক্ত পরিচালক খুলনাঞ্চল মোহন কুমার ঘোষ, ব্রি সাতক্ষীরার প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. তাহমিদ আনসারি, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বারি, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ দৌলতপুরের ড. হারুন-অর রশিদ, জেলা বীজ প্রত্যায়ন অফিসার মো. নজরুল ইসলাম, বিনার ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. বাবুল আক্তার প্রমুখ। অনুষ্ঠানে জানানো হয় কৃষক নয়ন মিয়া চারটি ও সৈয়দ আহম্মেদ খান বাচ্চু চারটি, মনোয়ার হোসাইন তিনটি, মো. আব্দুল বারী দুটি, মো. শেখ সিরাজুল ইসলাম একটি ও দিলীপ তরফদার দুটি, মালতী মিনজি একটি, নূর মোহাম্মদ প্রায় ২০০টি এবং আরুনি সরকার ১০টি জাত উদ্ভাবন করেছেন।